হইতে শ্রীহরিকথায় রুচিলাভের পর বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রবেশের অধিকার লাভ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সেই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠানের কথা বারংবার উল্লেখ করিতে নিখিল শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের বৈফল্য ঘটিতে পারে না। কিন্তু নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য ক্রমমুক্তি-প্রাপ্তির উপায়ের মত বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, ৭।৯।১০ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও নিজ প্রভু নৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন—হে নাথ! ধনাভিজন প্রভৃতি অথবা ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি দ্বাদশগুণসমন্বিত ব্রাহ্মণ হইতে শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। তাহার কারণ সেই ব্রাহ্মণটি দ্বাদশগুণসমন্বিত হইলেও, হে কমলনাভ! তোমার পদারবিন্দ হইতে বিমুখ হয়, আর শ্বপচটী (কুক্কুরভক্ষক জাতিবিশেষ) জাতিদোষ দুষ্ট হইয়াও যদি তোমার চরণে কায়িক, মানসিক ও বাচিক ব্যাপার এবং অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করে, তাহা হইলে সেই ভগবৎবহির্ম্মুখতা দোষদুষ্ট ব্রাহ্মণ হইতেও তোমাতে অর্পিত মনঃ-প্রাণ বলিয়া সেই শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই ভগবৎবহির্ম্মুখতা-দোষদুষ্ট ব্রাহ্মণ যতই সাধন অনুষ্ঠান করুক্ না কেন অথবা যতই গুণসম্পন্ন হউক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি সাধনানুষ্ঠানের ভিতরে ও প্রত্যেকটি গুণের মধ্যে মায়াময় অভিমান জন্মায় বলিয়া নিজেকে পবিত্র করিতে পারে না। আর ভক্তি অনুষ্ঠান জন্য দীনতালাভে সেই শ্বপচ বংশপর্য্যন্ত পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ১০০॥

এই শ্লোকটির শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—কেবল ভক্তিতেই শ্রীহরির সন্তোষ সম্ভাবিত হয়, এই কথাটি "ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজ-যূথপায়"—এই পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এইক্ষণ ব্যতিরেকমুখে ভক্তি বিনা অন্য কিছুই শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না—এই কথাটি "বিপ্রাদ্দ্বিষট" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের দ্বাদশটি গুণ কি, তাহার পরিচয় দিতেছেন—"মন্যে ধনাভিজন" (৭।৯।৯) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপস্যা, শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি। এই দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতেও শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। অথবা সনৎ সুজাত উক্ত ধর্ম্ম সত্য প্রভৃতি দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে বুঝিতে হইবে। সেই দ্বাদশটি গুণ যথা—ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, হ্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শ্রুত (পাণ্ডিত্য)—এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত। এই প্রমাণ অনুসারে দ্বাদশগুণ বলিতে এস্থলে ধর্ম্মাদি বুঝিতে হইবে। সেই